গঠনতন্ত্র

১৯৯০ সনের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত ও অনুমোদিত
[পরবর্তীতে ২০০২ সনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশোধিত ও অনুমোদিত]

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন

গঠনতন্ত্র

[বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন] *

১। **নামকরণঃ** *

এসোসিয়েশনের নাম বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন হইবে। সংক্ষেপে ইহা বি.জে.এস.এ বলিয়াও পরিচিত হইবে।

২। **বলবৎকরণঃ**

১৯৯০ ইং সনের বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হওয়ার দিন হইতে এ গঠনতন্ত্র কার্যকর হইবে।

৩। **কার্যক্ষেত্রঃ**

সমগ্র বাংলাদেশ এই এসোসিয়েশনের কার্য এলাকা বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। **প্রধান কার্যালয়ঃ**

এসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত হইবে।

৫। **মনোগ্রামঃ** *

অত্র এসোসিয়েশনের একটি নিজস্ব মনোগ্রাম থাকিবে। উক্ত মনোগ্রামটি একটি বৃত্তের মধ্যে ন্যায় বিচারের প্রতীক হিসাবে একটি দাড়িপাল্লাসহ উক্ত বৃত্তের বাহিরে আর একটি বৃত্ত এবং ঐ দুই বৃত্তের মধ্যে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন, ঢাকা, বাংলাদেশ কথাগুলি এবং উক্ত বড় বৃত্তের উপরিভাগে এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রকাশের নিমিত্তে ৬টি তারকা সংবলিত হইবে।

৬। **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

অরাজনৈতিক ও কল্যাণমুখী সংগঠন হিসাবে এই এসোসিয়েশনের কার্যবিধি নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে পরিচালিত হইবেঃ

ক) এসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও একাত্মবোধ জাগ্রত করণ এবং বিচার বিভাগের সুমহান ঐতিহ্য ও মান মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য সদস্যদের দেশ ও জাতির কল্যাণে দেশপ্রেম, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, নিরপেক্ষতা ও একাগ্রতার সংগে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধকরণ,

খ) সদস্যদের আইনানুগ ও ন্যায় সংগত অধিকার যথা- চাকুরীর কাঠামো, বেতন, পদমর্যাদা ইত্যাদি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল দাবীসমূহ ন্যায় নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ,

গ) সংগঠনের স্বার্থে এবং সদস্যদের কল্যাণের জন্য তহবিল গঠন, অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি অর্জন,

ঘ) সংগঠনের স্বার্থে সভা, সম্মেলন ও সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি জাতীয় কার্যক্রম গ্রহণ,

ঙ) বিচার ও বিচার প্রশাসনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সরকারের অনুমতিক্রমে সম্পর্ক স্থাপন ও বিস্তার এবং

চ) উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়ক সকল কার্যক্রম গ্রহণ।

৭। **অর্থ সম্পদ সংস্থান ও ব্যবহারঃ**

সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, হস্তান্তর, ব্যবহার ও বিনিময়, সংগৃহীত অর্থের বিনিয়োগ ও ব্যবহার করণে পূর্ণ ক্ষমতা এসোসিয়েশনের থাকিবে।

৮। **এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দঃ**

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে কর্মরত সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।

৯। **সর্বোচ্চ পরিষদঃ**

সাধারণ পরিষদই এসোসিয়েশনের সর্বোচ্চ পরিষদ। এই পরিষদের সিদ্ধান্ত এই সংবিধানের বিধি সাপেক্ষে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। **সাধারণ পরিষদের গঠন ও লক্ষ্যসমূহঃ**

ক) এই এসোসিয়েশনের সকল সদস্যের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে,

খ) সাধারণ পরিষদের সদস্যগণের বা যে কোন সদস্যের বার্ষিক সাধারণ সভা ও জরুরী সভায় উপস্থিত থাকিবার, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভোট প্রয়োগ করিবার এবং গঠনতন্ত্রের অন্যান্য ধারার উল্লিখিত সীমারেখা সাপেক্ষে নির্বাহী কমিটির যে কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার এবং এসোসিয়েশনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী নহে এমন যে কোন সাধারণ প্রস্তাব পেশ করিবার অধিকার থাকিবে। তবে কোন সদস্য একই পরিষদের একাধিক পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবে না।

গ) বৎসরে একবার সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে সাধারণ সভার জন্য ন্যূনপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে নোটিশ জারী করিতে হইবে। সাধারণ সভা দেওয়ানী আদালতের বাৎসরিক অবকাশ কালের মধ্যে ডাকিতে হইবে। কোন অনিবার্য কারণে উক্ত সময়ে সভা অনুষ্ঠিত না হইলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচনের পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করিবে। বার্ষিক সাধারণ সভা বার্ষিক সম্মেলন হিসাবে পরিচিত হইবে,

ঘ) বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সাধারণ সংখ্যাধিক্য ভোটে এসোসিয়েশনের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি গঠন করিবে,

ঙ) সাধারণ পরিষদ এসোসিয়েশনের মহা-সচিবের বার্ষিক রিপোর্ট, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব, বার্ষিক বাজেট ও ব্যয় বরাদ্দ বিবেচনা ও অনুমোদন করিবে এবং এসোসিয়েশনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করিবে এবং

চ) সাধারণ সভা এবং জরুরী সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

১১। **জরুরী সাধারণ সভাঃ**

ক) বার্ষিক সাধারণ সভা ছাড়াও বিশেষ প্রয়োজনে জরুরী সভা ডাকা চলিবে। সংগঠনের সভাপতি বা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির বিবেচনায় অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা ঘটনাক্রমের প্রেক্ষিতে এসোসিয়েশনের স্বার্থে বা উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ বা সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা নীতির তাৎক্ষণিক বা তরান্বিত অনুমোদন বা পর্যালোচনার জন্য এসোসিয়েশনের সভাপতি বা তাহার অনুমোদন ক্রমে মহা-সচিব এরূপ জরুরী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। জরুরী সভা একসপ্তাহের নোটিশে ডাকা যাইতে পারে এবং এই সভায় সাধারণতঃ পূর্ব নির্ধারিত আলোচ্যসূচী ব্যতীত অন্য কোন বিষয় আলোচনা করা যাইবে না। তবে সভাপতি ইচ্ছা করিলে উপস্থিত সদস্যগণের সহিত আলোচনা ক্রমে নির্ধারণী আলোচ্যসূচী বহির্ভূত কোন বিষয় আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবেন,

খ) সাধারণ পরিষদের জরুরী সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ ভোটে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির যে কোন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব মুক্ত বা অপসারিত করা যাইবে এবং তদস্থলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি এবং কর্মকর্তার ক্ষেত্রে নুতন কর্মকর্তা নির্বাচিত করা যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বা কর্মকর্তা সাধারণ ভাবে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বা কর্মকর্তার সকল ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হইবেন,

গ) কোন কারণে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি অকৃতকার্য হইয়া পড়িলে বা কোরামের অভাবে এসোসিয়েশনের সভা হইতে না পারিলে এসোসিয়েশনের সভাপতি নুতন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচনের জন্য জরুরী সাধরণ সভা ডাকিতে পারিবেন।

১২। **বার্ষিক সাধারণ সভা ও জরুরী সাধারণ সভার কোরাম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিঃ**

এসোসিয়েশনের ১০০ জন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই সাধারণ পরিষদের কোরাম হইবে। মুলতবী সভার জন্য কোরাম প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু মুলতবী সভার স্থান তারিখ ও সময় সভা মুলতবীর সময় সভাপতি কর্তৃক ঘোষিত হইতে হইবে। সাধারণ সংখ্যাধিক্য মতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হইবে।

১৩। **কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিঃ**

এসোসিয়েশনের সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব একটি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে। যাহা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সংক্ষেপে কেন্দ্রীয় কমিটি নামে অভিহিত হইবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ এসোসিয়েশনের সকল কার্য পরিচালনা করিবেন।

১৪। **কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির গঠন প্রকৃতি, সদস্য সংখ্যা ও দপ্তরসমূহঃ ***

(ক) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ বৃহত্তর ঢাকা জেলায় কর্মরত সাধারণ সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন এবং ইহাতে সকল স্তরের সাধারণ সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে,

(খ) **কেন্দ্রীয় কমিটির গঠন প্রকৃতি নিম্নরূপ হইবেঃ**

১। সভাপতি	১ জন	(জেলা জজ, ঢাকা, পদাধিকার বলে)
২। সহ-সভাপতি *	১০ জন	(অতিরিক্ত জেলা জজ এবং তদুর্ধ পদমর্যাদার কর্মকর্তাবৃন্দ হইতে)
৩। মহা-সচিব *	১ জন	* (ঢাকায় কর্মরত যুগ্ম জেলা জজ/ অতিরিক্ত জেলা জজ/জেলা জজ পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে)
৪। যুগ্ম মহা-সচিব *	৫ জন	
৫। সহকারী মহা-সচিব *	৫ জন	
৬। কোষাধ্যক্ষ	১ জন	
৭। সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক	১ জন	
৮। দপ্তর সম্পাদক	১ জন	
৯। সাংগঠনিক সম্পাদক *	১ জন	
১০। আপ্যায়ন সম্পাদক	১ জন	
১১। প্রচার সম্পাদক *	১ জন	
১২। সদস্য *	১২ জন	

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করার জন্য কমিটির সম্প্রসারিত সভা আহ্বান করিতে পারিবে। সেই ক্ষেত্রে জেলা জজ

পদমর্যাদার সমগ্র দেশের সকল সদস্যদেরকে আহ্বান করিতে হইবে এবং ঐ সম্প্রসারিত সভায় জেলা জজ পদমর্যাদার সদস্যগণ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে গণ্য হইবে।

১৫। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কোরাম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিঃ

সভাপতি বা সহ-সভাপতিদের অন্ততঃ ১ জন এবং মহা-সচিব ও যুগ্ম মহা-সচিবদের যে কোন একজন উপস্থিত থাকার শর্তে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্যে ১৪ জন উপস্থিত থাকিলেই সভার কোরাম হইবে। অন্যথায় সভার কোরাম হইবে না। মুলতবী সভার জন্য কোরাম প্রয়োজন হইবে না। সাধারণ সংখ্যাধিক্য মতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হইবে।

১৬। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মেয়াদ ও কার্যক্রমঃ

(ক) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হইবে প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতি বৎসর বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচনের মাধ্যমে এই কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে এবং জানুয়ারী মাসের ১লা তারিখ হইতে নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে এবং

(খ) যদি কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ বার্ষিক সাধারণ সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হয় এবং ইহার ফলে নুতন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি গঠন করা সম্ভব না হয় তবে পরবর্তী নির্বাহী কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের কমিটি কার্য পরিচালনা করিয়া যাইবে।

১৭। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

(ক) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস-এর উন্নয়নের লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে,

(খ) বার্ষিক সাধারণ সভায় এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে স্মারকলিপি রিপ্রিজেন্টেশন ইত্যাদি প্রণয়ন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবে,

(গ) বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সাধারণ পরিষদের ক্ষমতাসমূহ এসোসিয়েশনের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োগ করিবে,

(ঘ) এসোসিয়েশনের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন, ফান্ড পরিচালনাসহ আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করিবে,

(ঙ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বিচার ও বিচার প্রশাসনে দক্ষতা বর্ধন অনুগামী পেশাভিত্তিক সাময়িকী ও বার্ষিকী প্রকাশনা এবং সেমিনার ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে,

(চ) বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বাজেট অনুমোদন করিবে এবং

(ছ) বার্ষিক কার্যক্রমের কার্য বিবরণী বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করিবে।

১৮। **সভার কার্যধারা ও সদস্য পদ বাতিলঃ**

(ক) সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা প্রতি দুই মাসে অন্ততঃ একবার অনুষ্ঠিত হইবে। প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির জরুরী সভাও ডাকা চলিবে। সাধারণভাবে সভার জন্য দুই দিনের নোটিশ এবং জরুরী সভার জন্য চব্বিশ ঘন্টার নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। বিশেষ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবেও জরুরী সভা ডাকা যাইবে,

(খ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পূর্ব সভার প্রস্তাবসমূহ পরবর্তী সভায় অনুমোদন করাইতে হইবে এবং

(গ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা বা সদস্য যদি সভাপতির অনুমতি ব্যতীত বা কোন যুক্তি সংগত কারণ ব্যতীত পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন তবে উক্ত পরিষদ হইতে তাহার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গল্য হইবে।

১৯। **পদত্যাগ, আসন শূন্য ও শূন্য আসন পূরণ ঃ**

(ক) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির যে কোন কর্মকর্তা বা সদস্যের ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে পদত্যাগ করিবার অধিকার থাকিবে। পদত্যাগ পত্র এসোসিয়েশনের সভাপতির নিকট লিখিতভাবে দাখিল করিতে হইবে এবং সভাপতি ইহা আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করিয়া নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হইবে,

(খ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য বৃহত্তর ঢাকা জেলা হইতে অন্যত্র বদলী হইলে দায়িত্ব হস্তান্তরের দিন হইতে তাহার সদস্যপদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং

(গ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা সদস্যের পদ শূন্য হইলে উহা কেন্দ্রীয় কমিটি যে কোন সদস্যকে কো-অপট করিয়া পুরণ করিতে পারিবে।

২০। **তলবী সভাঃ**

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অন্যূন ১৪ জন সদস্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বানের জন্য লিখিতভাবে সভাপতির নিকট দাবী জানাইলে সভাপতি অনুরূপ লিখিত দাবী পাইবার সাত দিনের মধ্যে তলবী সভা আহবানের জন্য মহা-সচিবকে বা তাহার অবর্তমানে যুগ্ম মহা-সচিবকে নির্দেশ দান করিবেন বা নিজেই সভা ডাকিবেন।

২১। **সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী ঃ**

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সার্বিকভাবে সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে।

২২। **সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ**

(ক) সভাপতি এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায়, জরুরী সাধারণ সভায় ও এসোসিয়েশনের এই প্রকারের সকল সভায় এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন,

(খ) সভাপতি মহা-সচিবকে সাধারণ পরিষদের ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির যেকোন সভা ডাকিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন। প্রয়োজন মনে করিলে তিনি নিজেই এসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদের, নির্বাহী কমিটির যে কোন সভা ডাকিতে পারিবেন,

(গ) এসোসিয়েশনের সভাসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে কোন বিধি বা পদ্ধতি ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্ণ ক্ষমতা সভাপতির থাকিবে এবং উক্ত ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট সভার জন্য চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং

(ঘ) এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে এবং সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব এসোসিয়েশনের প্রধান হিসাবে সভাপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইহার প্রয়োজনে তিনি এসোসিয়েশনের সকল সদস্যবৃন্দকে ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে নির্দেশ, উপদেশ ও দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

২৩। **সহ-সভাপতিগণের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ**

(ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সহ-সভাপতিগণের মধ্য হইতে যিনি চাকুরীতে সিনিয়র তিনি সভাপতিত্ব করিবেন। এই ক্ষেত্রে সহ-সভাপতি সভাপতির সকল ক্ষমতা লাভ করিবেন,

(খ) সভাপতি এবং সহ-সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ইহার যে কোন সদস্যকে সভাপতি করিয়া সভার কাজ চালাইবেন।

২৪। **মহা-সচিবের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ**

(ক) মহা-সচিব সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে এসোসিয়েশনের সকল নির্বাহী কার্য সম্পাদন করিবেন। এসোসিয়েশনের পক্ষে সকল প্রকার যোগাযোগ সাধারণতঃ তিনি করিবেন।

(খ) সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে মহা-সচিব এসোসিয়েশনের সকল সভা আহ্বান করিবেন, উক্ত সভাসমূহের কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত সমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং এসোসিয়েশনের অফিসের রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন ও সভার সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়ন করিবেন,

(গ) মহা-সচিব এসোসিয়েশনের কার্যকলাপের উপর বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় উহা পেশ করিবেন,

(ঘ) এসোসিয়েশনের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব মহা-সচিবের উপর ন্যস্ত থাকিবে,

(ঙ) তিনি এসোসিয়েশনের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হেফাজত করিবেন এবং

(চ) মহা-সচিব কোষাধ্যক্ষের সহিত যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করিবেন।

২৫। **যুগ্ম মহা-সচিব এবং সহকারী মহা-সচিবগণের দায়িত্ব কর্তব্যঃ**

(ক) সভাপতির অনুমোদক্রমে যে কোন যুগ্ম মহা-সচিব মহা-সচিবের সকল দায়িত্ব পালন করিবেন,

(খ) যুগ্ম মহা-সচিবগণ মহা-সচিবের সকল কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং তাঁহারা মহা-সচিব বা সভাপতি কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন এবং

(গ) মহা-সচিব এবং যুগ্ম মহা-সচিবগণের অনুপস্থিতিতে সভাপতি সহকারী মহা-সচিবদের যে কোন একজনকে উক্ত দায়িত্বসমূহ পালনের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

২৬। **কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ**

(ক) কোষাধ্যক্ষ এসোসিয়েশনের নামে প্রাপ্ত সকল অর্থ ও চাঁদা উপযুক্ত প্রাপ্তি রসিদের মাধ্যমে গ্রহণ করিবেন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে রক্ষণ করিবেন,

(খ) কোষাধ্যক্ষ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অনুমোদন ক্রমে এসোসিয়েশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও বাজেট সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবেন,

(গ) কোষাধ্যক্ষ তহবিলের অবস্থা কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভায় নিয়মিত অবহিত করিবেন এবং

(ঘ) কোষাধ্যক্ষ চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সকল সদস্যের একটি সমকালীন তালিকাও রাখিবেন।

২৭। **বার্ষিক চাঁদা ও অনুদানঃ**

(ক) এই এসোসিয়েশনের সকল সদস্য নির্ধারিত হারে এসোসিয়েশনের জন্য চাঁদা প্রদান করিবেন। চাঁদার হার এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্ধারণ করিবেন এবং

(খ) কোন সদস্য বার্ষিক চাঁদার অতিরিক্ত কোন অর্থ প্রদান করিলে তাহা অনুদান হিসাবে গৃহীত হইবে।

২৮। **তলবী সভাঃ**

এসোসিয়েশনের ১৫০ সদস্যের স্বাক্ষরসহ লিখিত ভাবে এসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদের তলবী সভা ডাকা যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে এসোসিয়েশনের অনুরূপ সংখ্যক সদস্যগণের স্বাক্ষরসহ লিখিত আবেদন এসোসিয়েশনের সভাপতির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। সভাপতি এই আবেদনের সত্যতা যাচাই করিয়া উহা প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে তলবী সভা আহ্বান করার জন্য মহা-সচিবকে নির্দেশ দিবেন। মহাসচিব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তলবী সাধারণ সভা বা তলবী জরুরী সভার নোটিশ প্রদান করিতে অপারগ হইলে সভাপতি স্বয়ং নোটিশ প্রদান করিবেন।

২৯। **গঠনতন্ত্রের সংশোধনী ঃ**

এসোসিয়েশনের যে কোন বৈধ সদস্য গঠনতন্ত্রের কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা সংশোধনী প্রস্তাব আনিতে পারিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রস্তাবিত পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা সংশোধন লিখিতভাবে প্রস্তাবাকারে দেওয়ানী আদালতের ছুটির অন্ততঃ ১ মাস পূর্বে সভাপতির নিকট পেশ করিবেন। সভাপতি উহা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় পেশ করিবেন। কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে উহা সাধারণ সভায় পেশ করা হইবে। সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজনী বা সংশোধনী গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩০। **গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যাঃ**

যে সকল বিষয়ে এই গঠনতন্ত্রে বিশেষভাবে কোন কিছুর উল্লেখ করা হয় নাই উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রচলিত রীতিসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে।

৩১। **নির্বাচনঃ**

(ক) প্রতি বৎসর বাৎসরিক সাধারণ সম্মেলনে পরবর্তী বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন করা হইবে,

(খ) উক্ত নির্বাচন পরিচালনার জন্য এসোসিয়েশনের সভাপতি সাধারণ সম্মেলনের অন্ততঃ ৩০ দিন পূর্বে ঐ বৎসরের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন। উক্ত কমিশনে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং একাধিক নির্বাচন কমিশনার থাকিতে পারিবে,

(গ) নব নিযুক্ত কমিশনে নিয়োগ প্রাপ্তির ১০ দিবসের মধ্যে প্রার্থীদের নিকট হইতে মনোনয়নপত্র আহবান করিবেন। ৪ দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া এবং উক্ত মনোনয়নপত্র গ্রহণের প্রক্রিয়া ৩ কার্য দিবসব্যাপী চলিতে থাকিবে,

(ঘ) মনোনয়নপত্র গ্রহণের ৩ দিবস মধ্যে নির্বাচন কমিশন বাছাই পর্ব শেষ করিয়া প্রার্থী পদের চূড়ান্ত তালিকা তৈয়ার করিবেন। বাছাই চলাকালীন উক্ত ৩ দিনের মধ্যে কোন প্রার্থী তাহার প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি যথাযথভাবে পালন করিবেন,

(ঙ) সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বার্থে নির্বাচন কমিশন যথাযথভাবে ব্যালট পেপারে প্রার্থীর নাম, পদবী ও প্রার্থীত পদের নাম উল্লেখ করিবেন এবং প্রতি ভোটার প্রতি পদের জন্য একটি করিয়া ভোট প্রদান করিতে পারিবেন,

(চ) * সুষ্ঠু ভোট গ্রহণের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ভোট গ্রহণ করিতে পারিবেন- যেমন প্রথমে জেলা জজ পর্যায়ের সদস্যদের ভোট, তারপর অতিরিক্ত জেলা জজগণের ভোট, তারপর যুগ্ম জেলা জজগণের ভোট, তারপর সিনিয়র সহকারী জজগণের ভোট এবং সর্বশেষে সহকারী জজগণের ভোট। অবশ্য নির্বাচন কমিশন অন্য কোন সহজতম পন্থায় ভোট পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং

(জ) কোন নির্বাচন কমিশনার ঐ বৎসরের জন্য কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

৩২। বিশেষ অস্থায়ী ব্যবস্থাঃ

১৯৯০ ইং সনের দেওয়ানী আদালতের অবকাশকালীন সময়ে বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রের অনুমোদন সাপেক্ষে ইং ১৯৯১ সনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। তবে উক্ত নির্বাচনে অত্র গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে না।

৩৩। অডিটঃ

বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি একটি অডিট টিম নিয়োগ করিবে যাহারা উক্ত সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে এসোসিয়েশনের আয় ব্যয়ের হিসাবের উপর দাখিল করিবেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য অডিট টিমের অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিবেন না।

৩৪। বিধি প্রণয়নঃ

এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে এবং অর্পিত কার্য ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের প্রয়োজনে এসোসিয়েশন গঠনতন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্যতা বজায় রাখিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। এইসব বিধি এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় অনুমোদিত হওয়ার পর কার্যকর হইবে।

৩৫। রহিতকরণ ও সংরক্ষণঃ *

(ক) ১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৭ ইং সনের পূর্বতন গঠনতন্ত্র এতদ্বারা রহিত করা হইল এবং

(খ) অনুরূপ রহিতকরণ সত্বেও পূর্বতন গঠনতন্ত্রের অধীনে গৃহীত কোন কাজকর্ম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা অত্র গঠনতন্ত্রের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

(মোঃ হাবিবুর রহমান তালুকদার)

তারিখঃ
২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৯০

* সভাপতি, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
এবং
জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা।

পরিশিষ্ট 'ক'

২৩-৭-৯০ ইং তারিখে গঠিত গঠনতন্ত্র উপ-কমিটিঃ

১। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান তালুকদার
জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা এবং চেয়ারম্যান, উপ-কমিটি

২। জনাব আমিনুল্লাহ
বিভাগীয় স্পেশাল জজ, ঢাকা

৩। জনাব এম. এম. মুনসেফ আলী
সদস্য, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা

৪। জনাব আহমেদ জামিল মোস্তফা
উপ-সচিব, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা

৫। জনাব শমসের আলী
অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা

৬। জনাব এ.টি.এম. ফজলে কবীর
জজ, চোরাচালান রোধ সম্পর্কিত আদালত, ঢাকা

৭। জনাব মোঃ ইসমাইল মিয়া
অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা

৮। জনাব মোঃ ফজলুর রহমান
অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, জামালপুর

৯। জনাব এ.কে.এম. ইসতিয়াক হুসাইন
সাব জজ, ঢাকা

১০। জনাব মইনুল ইসলাম চৌধুরী
সাব জজ, ঢাকা

১১। জনাব সৈয়দ আবদুল্লাহ সহিদ
সাব জজ, ঢাকা (সদস্য সচিব)

১২। জনাব রেজাউল করিম খান
সহকারী জজ, ঢাকা

১৩। জনাব কে.এম. আবদুল মান্নান
সহকারী সচিব, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

পরিশিষ্ট 'খ'

১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৭ ইং সনে গঠনতন্ত্র অনুমোদন কালে সাধারণ সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যগণঃ

১। জনাব ই. রহমান	- জেলা জজ ও সভাপতি
২। জনাব এম. আহমেদ	- জেলা জজ
৩। জনাব আবদুল জব্বার খান	- সাব জজ
৪। জনাব আলহাজ্ব এম.এফ.করিম	- সাব জজ ও সাধারণ সম্পাদক
৫। জনাব হানিফ ভূঞা	- সাব জজ
৬। জনাব মুজিবর রহমান খান	- সাব জজ
৭। জনাব এম. ইউসুফ	- সাব জজ
৮। জনাব নূর মোহাম্মদ খান	- সাব জজ
৯। জনাব সেরাজুল হক	- মুন্সেফ
১০। জনাব ফজলুল হক	-
১১। জনাব হাসিবুদ্দিন আহমেদ	- মুন্সেফ
১২। জনাব বি.এন. রায়	- জেলা জজ
১৩। জনাব আবুল হোসেন চৌধুরী	- সাব জজ
১৪। জনাব আব্বাস আলী খান	-
১৫। জনাব এ. মালেক	-
১৬। জনাব সৈয়দ আল্লাহ হাফেজ	-
১৭। জনাব আকবর আমীন	-

পরিশিষ্ট 'গ'

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশনের ১৯৮৯-৯০ সনের কার্যনির্বাহী পরিষদঃ

১। সভাপতি	ঃ	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান তালুকদার জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা
২। সহ-সভাপতি	ঃ	(ক) জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ চেয়ারম্যান, সেটেলমেন্ট কোর্ট নং-২, ঢাকা